দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 27 AUG 1996
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৮

সংসদে শিক্ষামন্ত্রীর বিবৃতি

ডঃ এমাজউদ্দিনের পদত্যাগ শিক্ষাক্ষেত্রে কল্যাণ বহিয়া আনিবে

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ শিক্ষামন্ত্রী এ,এস,এইচ,কে সাদেক গতকাল জাতীয় সংসদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ এমাজউদ্দিন আহমদের পদত্যাগের উপর বিবৃতি প্রদানকালে বলিয়াছেন, ডঃ এমাজ

(শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষামন্ত্রীর বিবৃতি

(১ম পৃঃ পর)

উদ্দিন আহমদের সময়কাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কলঙ্কজনক অধ্যায়, তাহার পদত্যাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে কল্যাণ বহিয়া আনিবে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ডঃ এমাজউদ্দিন আহমদ পদত্যাগকালে সাংবাদিকদের কাছে একটি বিবৃতিতে বলিয়াছেন, 'বৃদ্ধ বয়সে আর রক্তপাত দেখিতে চাই না, তাই পদত্যাগ করিলাম'—কিন্তু বিগত ৫ বছরে ভাইস চ্যান্সেলর থাকাকালীন প্রতিনিয়ত ছাত্রদলের গোলাগুলী, সন্ত্রাস, হল দখল, শিক্ষকদের উপর লাঞ্ছনা হইয়াছে, ছাত্রদলসহ বহু ছাত্র নিহত হইয়াছিল, তখন সম্ভবত তিনি বৃদ্ধ ছিলেন না তাই রক্তপাত দেখিতে পারিয়াছিলেন। বিশেষ করিয়া পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর সেই ২৫শে মার্চের কালো রাতের মত ১৯৯৬ সালের ৩১শে জানুয়ারী যখন পুলিশ ও ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে আক্রমণ চালাইয়া বহু ছাত্রকে আহত করিয়াছিল সম্ভবত তখনও তিনি বৃদ্ধ ছিলেন না তাই পদত্যাগ করেন নাই।

গত রবিবার বিরোধী বিএনপির দাবী অনুযায়ী শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক যখন বিভিন্ন জাতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য উদ্ধৃতি দিয়া অত্যন্ত আক্রমণাত্মক অথচ অসংসদীয় নহে এমন সংসদীয় ভাষা ব্যবহার করিয়া বক্তব্য রাখিতেছিলেন তখন বিরোধী বিএনপির অনেককেই হাতজোড় করিয়া সম্ভবত শেষ করার জন্য অনুরোধ জানাইতেছিলেন। তখন শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ভাইস-চ্যান্সেলর সাহেব এমপি নহে, তাই আমি কোন বিবৃতি দিতে চাহি নাই। কিন্তু বিরোধী দল দাবী তোলায় কিছু কথা বলিতেই হয়। এই ভাইস-চ্যান্সেলর ১৯৯১ সালের নভেম্বর হইতে অতি সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত দায়িত্বে ছিলেন।

তাহার এই সময়ে একটি পত্রিকার হেড লাইন ছিল 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মৃতপুরী'। তাহারই সময় একটি নূতন শব্দ চালু হইয়াছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস সম্পর্কে 'মিনি ক্যান্টনমেন্ট'। তিনি কয়েকটি তথ্য দিয়া বলেন, ১৯৯৩ সালের ১লা নভেম্বর ছাত্রদলের জিন্নাহ নামে ছাত্র ও সাত্তার নামে একজন কর্মচারী নিহত। এই ভাবে ছাত্রদলের দুই গ্রুপের গোলাগুলীতে আলোককান্তি পাল নিহত, (বিএনপির প্রতিষ্ঠা দিবস), '৯৩-এর ১লা সেপ্টেম্বর 'ছাত্রদলের কামরুন ইসলাম বুলবুল নিহত, '৯৪-এর ২২শে সেপ্টেম্বর সারওয়ার হোসেন, এইভাবে বিভিন্ন সময়ে জাকির হোসেন, জয়দেব সহ বহু ছাত্র নিহত। এই ভাইস-চ্যান্সেলরের সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডঃ হোসেন মনসুর, ডঃ এম, মোস্তফা চৌধুরী, ডঃ আনোয়ার হোসেন, ডঃ আরেফীন সিদ্দিকী, ডঃ আবদুল মান্নান চৌধুরীসহ বহু শিক্ষক লাঞ্ছিত হইয়াছেন, শিক্ষকদের প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হইয়াছে, শিক্ষকদের বাড়ীর সামনে বোমাবাজি করা হইয়াছে—তখন কিন্তু তিনি পদত্যাগ করেন নাই। এমনকি জগন্নাথ কলেজে যখন নারকীয় হামলা হয় তখন এই ভাইস-চ্যান্সেলর একবার দেখিতেও যান নাই। তাছাড়া ডঃ এমাজউদ্দিন আহমদ পদত্যাগকালে সন্ত্রাস দূর করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু তিনি শহীদুল্লাহ হল, ফজলুল হক হল, এফ রহমান হল, মুহসীন হল—মাত্র এই ৪টি হল হইতে সন্ত্রাস দূর করার কথা বলিয়াছেন, ইহার পিছনেই বা কি কারণ?

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় আসেন জ্ঞান আহরণের জন্য, সুনাগরিক হওয়ার জন্য—এ জন্য অভিভাবকরা পড়ালেখার খরচ বহন করিতে যাইয়া সর্বশান্ত হন। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ ফিরাইয়া আনিতে হইবে। সরকার সে ব্যাপারে সচেতন রহিয়াছে।